প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গ্লোবালি ইম্পরট্যান্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম (Globally Important Agricultural Heritage System) জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর একটি কার্যক্রম, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ/ঐতিহ্যবাহী কৃষি ক্ষেত্র, কৃষি পদ্ধতি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট জীব-বৈচিত্র ও জীবন-যাপন পদ্ধতি সংরক্ষণ করা। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশ হতে সে দেশের গুরুত্বপূর্ণ/ঐতিহ্যবাহী কৃষি ক্ষেত্র অথবা কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রাপ্তির পর তা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর সদর দপ্তর (রোম, ইটালি) কর্তৃক যাচাই বাছাই করে গ্লোবালি ইম্পরট্যান্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলায় প্রচলিত ভাসমান বেডে সবজি চাষ পদ্ধতি "গ্লোবালি ইম্পরট্যান্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম (Globally Important Agricultural Heritage System)" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে "ভাসমান বাগান কৃষি পদ্ধতি, বাংলাদেশ (Floating Garden Agricultural Practices, Bangladesh)" বিষয়ক একটি প্রতিবেদন গত ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর সদর দপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এফএও এর এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সম্পর্কিত একটি বিশেষজ্ঞ টিম বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলায় প্রচলিত ভাসমান বেডে সবজি চাষ পদ্ধতি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক এফএও এর সদর দপ্তর বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন এবং কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত "ভাসমান বাগান কৃষি পদ্ধতি" বিষয়ক প্রতিবেদনটি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর সদর দপ্তরের এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সম্পর্কিত সায়েন্টিফিক ও স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ/ঐতিহ্যবাহী কৃষি ক্ষেত্র, কৃষি পদ্ধতি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট জীব-বৈচিত্র ও জীবন-যাপন পদ্ধতি সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান বেডে সবজি চাষ পদ্ধতির গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) - কর্তৃক গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশের ভাসমান বাগান কৃষি পদ্ধতি-কে গ্লোবালি ইম্পরট্যান্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)- কর্তৃক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত ৩৬ টি এগ্রিকালচারাল সাইট-কে গ্লোবালি ইম্পরট্যান্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম (জিআইএএইচএস) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)- কর্তৃক এ স্বীকৃতির ফলে ঐ সকল সাইটের ন্যায় বাংলাদেশের ভাসমান বাগান কৃষি পদ্ধতি দেশী/বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্শন করবে এবং দেশী বিদেশী বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এ প্রযুক্তির/পদ্ধতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এগিয়ে আসতে পারে।

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক "বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০ টি জেলার (গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ, সাতক্ষীরা এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ৪২ টি উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল হিসাবে ভাসমান সবজি চাষ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, দেশের অন্যান্য জলমগ্ন এবং ভাসমান সবজি চাষ উপযোগী এলাকায় এ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বৃহদাকারে একটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।